যা'র দ্বারা মনের ঘুচিয়া যা'বে কষ্ট।
তাহার দ্বারায় মন আরো হয় নষ্ট।।
মনে ভাবে ডাকিব সে যাহাতে না আসে।
সেভাবে সংবাদ দিল গোলোকের পাশে।।
কীর্ত্তুনীয়া নাহি এল পাগল যথায়।
'এল না' বলিয়া রাই সংবাদ জানায়।।
গোস্বামী বলেন 'রাই! বুঝিয়াছি মনে।
আসিতে দিলে না তুমি সে আসিবে কেনে।।
রাই তাই শুনিয়া বিস্মিত হৈল মনে।
মনে যা ভেবেছি প্রভু জানিল কেমনে।।
পাগল বলেন 'রাই মনে কি ভাবিস্।
এইসব উল্টা কল্ তুই কি বুঝিস্।।
লক্ষ্মীকান্ত টীকাদার ছিল সমিভ্যরে।
ক্রোধেতে পাগল তারে দুই লাথি মারে।।
মার খেয়ে লক্ষ্মীকান্ত ভাবে হ'য়ে ভোর।
বলে 'হারে দুষ্ট ভাল শাস্তি হৈল তোর।।'
রাইচরণকে কহে পাগল তখন।
'করহ কদলী তরু প্রাঙ্গণে রোপণ।।'
কলাগাছ এনে ত্বরা ফেলিল সেখানে।
গর্ত করে রোপণ করিল সে উঠানে।।
পাগল কহিছে 'তুই মানুষ বিদিক।
এ কার্য্য করিতে রাই নাহি পাবি ঠিক।।
লক্ষ্মীকান্ত টিকাদার ছিল যে সঙ্গেতে।
তাকে বলে কলাগাছ রোপণ করিতে।।
লক্ষ্মীকান্ত করিতেছে মৃত্তিকা খনন।
রাই কহে 'পাগল ইহা করে কি কারণ।।'
লক্ষ্মীকান্ত বলে 'করি পাগল যা বলে।
বোধকরি এখানে হইবে রাসলীলে।।'
এহেন সময় শম্ভুনাথের ভবনে।
অনেক লোকের আগমন সেইখানে।।
কীর্ত্তুনীয়া মহাশয় সঙ্গেতে তাহারা।
নামসংকীর্ত্তন করে হ'য়ে মাতোয়ারা।
হুঙ্কার করিয়া হরি বলেছে পাগল।
'জয়হরি বল মন গৌরহরি বল।।
শম্ভুর বাটীতে যত লোক সমারোহ।
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য সব গেল মোহ।।
আরোপিল রম্ভা তরু উঠানের পাশে।
চতুর্দ্দিক বেড়ি ঘুরে মনের হরিষে।।
লক্ষ্মীকান্ত বলে 'রাই! করহ বিশ্বাস।
বিশ্বাস করহ যদি এই মহারাস।।
শম্ভুর বাটীতে সবে যাইয়া দেখহ।
কীর্ত্তন করিতে সব হইয়াছে মোহ।।'
তথা গিয়া দেখে সবে মোহ হইয়াছে।
রাই কাঁদি কহিলেন পাগলের কাছে।।
পাগল যাইয়া শম্ভুনাথের ভবন।
হরিবলি সবাকার করা'ল চেতন।।
গঙ্গাচর্ণা মহারাস পাগলের কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পাগলের তালবৃক্ষ ছেদন

কতদিন পর্য্যন্ত সে রাই ভাবে মনে।
পাগলের কার্য্য কিছু বুঝিতে পারিনে।।
অমানুষীকার্য্য সব না বুঝে দেবতা।
আমি কোন্ ছার এর মর্ম পা'ব কোথা।।
পাগলচাঁদের দেখি মহিমা অপার।
শ্রীমন্ত লোকের ভক্তি হইল সবার।।
রাইচরণের ভক্তি একান্ত অন্তরে।
মন হ'ল পাগলকে আনিবার তরে।।
রাইচরণের নাই আসার অবধি।
নারিকেলবাড়ী গিয়া গেল ওড়াকান্দী।।
পাগল বসিয়া আছে ঠাকুরের বামে।
রাই গিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণামে।।